পাঠক ফোরাম

ভেবে দেখুন

আজকের দিনে গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান কণ্ঠস্বর সংবাদপত্র। একজন গণতান্ত্রিক মানুষের কাছে প্রতিদিনের জীবনপ্রবাহের এক বস্তুনিষ্ঠ অংশ সংবাদপত্র। কোনো সংবাদ প্রকাশের প্রশ্নে নাগরিকগণ সংবাদপত্রের কথা প্রথম ও একমাত্র ভাবেন। আমরা যারা সাধারণ মানুষ বিভিন্ন সংবাদ বিজ্ঞপ্তি যখন সংবাদপত্র কার্যালয়ে সংবাদপত্রের বেঁধে দেয়া সময়ের মধ্যে পৌঁছে দিতে যাই, ক্ষয়িষ্ণু সমাজের মানুষের তখন সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হয়। কয়েকটি পত্রিকার অফিস ধানমন্ডি, কয়েকটি হাটখোলা আর কয়েকটি তেজগাঁও শিল্প এলাকায়। যাতায়াত, যানজট, অর্থ ব্যয় মিলিয়ে সাধারণ মানুষের পক্ষে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সংবাদ বিজ্ঞপ্তিটি যথাসময়ে পত্রিকা অফিসে পৌঁছানো সম্ভব হয় না। আর ফ্যাক্সের কথা যদি আসে সে ক্ষেত্রে লোড শেডিং, ফ্যাক্সের কাগজে ওকে লেখা থাকার পরও যোগাযোগ করলে জানা যায়, পত্রিকা অফিসে ফ্যাক্স পৌঁছায়নি ইত্যাদি ইত্যাদি। এক সময় জাতীয় প্রেসক্লাবের বিপরীত দিকে বিআরটিসি'র যাত্রী ছাউনির থামে বেশকিছু সংবাদপত্রের বাক্স বাঁধা থাকতো সংবাদ বিজ্ঞপ্তি সংগ্রহের জন্য। এখন তাও নেই। এই সীমাহীন ভোগান্তি থেকে রক্ষার জন্য জাতীয় প্রেসক্লাবের সম্মুখে সকল পত্রিকার একটি করে সংবাদ বিজ্ঞপ্তির বাক্স রাখার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি।

ভাস্কর রাসা, ওয়াপদা রোড, রামপুরা, ঢাকা

জাতীয় ঐক্য

সারা দেশে সন্ত্রাস, খুন, রাহাজানি, নারী নির্যাতন, চাঁদাবাজি ইত্যাদি সমাজবিরোধী কার্যকলাপ যে হারে বেড়ে চলছে, তা সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। পুলিশ প্রশাসন এইসব কার্যকলাপ বন্ধে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। এভাবে একটা দেশ চলতে পারে না। সারা দেশের ১৩ কোটি মানুষ সন্ত্রাসীর কবলে আটকা পড়েছে। সমাজে চরম অস্থিরতা বিরাজমান। এক্ষেত্রে মুক্তির উপায় কি? দেশের সব সুধী সমাজ এ ব্যাপারে নির্বিকার থাকতে পারেন না। সমস্ত সমাজবিরোধী কার্যকলাপকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে জাতীয় ঐক্যের একান্ত প্রয়োজন।

ওলি আহমদ চৌধুরী
শেওড়াপাড়া, ঢাকা

বিটিটিবি'র মনোপলি

কয়েক বছর হলো বাংলাদেশে মোবাইল ফোনের মনোপলি ভেঙেছে। ফলে মোবাইল ফোন জনপ্রিয় এবং সহজলভ্য হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি ল্যান্ডফোনের ক্ষেত্রে তা হয়নি। গত পঞ্চাশ বছর ধরে বিটিটিবি ল্যান্ডফোনের ক্ষেত্রে মনোপলি ভোগ করে আসছে। এতোদিন বিটিটিবি একই সঙ্গে অপারেটর এবং রেগুলেটর হওয়ায় বিটিটিবি'র মনোপলি ভাঙা সম্ভব হয়নি। কিন্তু অতি সম্প্রতি সরকার টেলিকম্যুনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন গঠন করেছে। এখন ল্যান্ডফোনের ক্ষেত্রে বিটিটিবি'র মনোপলি ভাঙা তেমন কঠিন কাজ নয়। তাই কমিশনের কাছে আমাদের আবেদন, যতো শীঘ্র সম্ভব দেশে ল্যান্ডফোনের ক্ষেত্রে প্রাইভেট অপারেটরদের সুযোগ দিয়ে ল্যান্ডফোনকে জনসাধারণের মাঝে সহজলভ্য করে তুলুন এবং দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করুন।

আহমেদ ইমতিয়াজ
বনানী, ঢাকা

আইন এবং বাস্তবতা

দেশের সর্বোচ্চ আদালত একুশে টিভিকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। এ রায়ে অনেকে মর্মাহত হয়েছে, অনেকে উৎফুল্ল হয়েছে। যে যাই বলুক না কেন, আদালতের রায় যে সম্পূর্ণ আইনসম্মত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। একুশে টিভির লাইসেন্সপ্রাপ্তি, কার্যক্রম পরিচালনার অনুমোদন সম্পূর্ণ অবৈধ। অবৈধ সব সময় অবৈধ, তাকে বৈধ করা যায় না (নতুন আইন ব্যতিত)। একুশে টিভি অনুষ্ঠান ও সংবাদ সম্প্রচারে কৌশলগত ও উপস্থাপনার দিক থেকে বিটিভি থেকে এগিয়ে থেকে জনসমর্থন পেয়েছে সত্য কিন্তু একুশে টিভিকে বাঁচিয়ে রাখার কোনো আইনি বৈধতা বিচারকদের কাছে ছিলো না। সর্বোচ্চ আদালতের এ রায় দেশের জনগণের কাছে আইন ও আদালতের প্রতি তাদের আস্থা ও শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করবে।

মোঃ শহিদুল হোসেন (সুমন)
নলজানী, গাজীপুর

প্রসঙ্গ একুশে টিভি

অবশেষে বিচারকের রায়ই চূড়ান্ত হয়ে গেল। বন্ধ হলো ইটিভি। আওয়ামী সরকারের স্বেচ্ছাচারিতার শিকার হলো ইটিভি। এতো বড় সুদুরপ্রসারী একটা ব্যাপার কিভাবে নিয়মনীতি লঙ্ঘন করে প্রতিষ্ঠা করা হলো? সে যাক। ইতিমধ্যে ইটিভি সাধারণ দর্শকের হৃদয়ে একটি আসন করে নিয়েছে। আমরা আশা করবো, বর্তমান সরকার ইটিভিকে নিয়মমাফিকভাবে সম্প্রচারের সুযোগ দেবেন।

হোসেন আবেদ আলী
গুপ্তপাড়া, রংপুর

এবারও শীর্ষে

২৯ আগস্ট, ০২ সংবাদত্রের প্রধান শিরোনাম ছিলো 'দুর্নীতিতে এবারও বাংলাদেশ শীর্ষে'। এই আশ্চর্যজনক শিরোনামটির শেষে আশ্চর্যবোধক বা বিস্ময়সূচক চিহ্ন ব্যবহার করেনি বলে আমি বিস্মিত হইনি। কারণ অতীতেও যে গৌরব (!) আমরা ধারণ করেছি তা টিকিয়ে রাখা তেমন কষ্টসাধ্য নয়। ৪ সেপ্টেম্বর, ০২ সাপ্তাহিক ২০০০ হাতে পেয়ে দেখি আমার 'দুর্নীতির খন্ডচিত্র!' শিরোনামে একটি লেখা ছাপা হয়েছে। যে লেখাটিতে বাংলাদেশ দ্বিতীয়বার শীর্ষ দুর্নীতিবাজ দেশ (ভাবী) হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে। 'বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশ আরও একবার পরিচয় পাবে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের দেয়া 'দুর্নীতিবাজ' দেশ হিসেবে'। আমার লেখার শেষের এ লাইনটি হুবহু মিলে যাওয়ায় বেশ আনন্দ পাচ্ছি (!)

আবুল হাসান আবু
চান্দগাঁও আ/এ, চট্টগ্রাম

সন্ত্রাস দমন

বর্তমানে দেশের অন্যতম একমাত্র সমস্যা হচ্ছে সন্ত্রাস। কেবল সন্ত্রাসের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ও উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলসহ দেশের প্রতিটি রাজনৈতিক দল সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সোচ্চার থেকেও সন্ত্রাস দমনে ব্যর্থ হচ্ছে। স্বনামধন্য চিকিৎসক ও অন্যতম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রফেসর বদরুদ্দোজা চৌধুরীর একটি সাক্ষাৎকারে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মালয়েশিয়ার সাফল্যের কথা জানতে পারলাম। মালয়েশিয়ায় এক সময় ব্যাপক সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য ছিলো। তাদের দেশের সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও জনগণের সার্বিক সহযোগিতায় আজ সমগ্র মালয়েশিয়া সন্ত্রাসমুক্ত। কি করে তা সম্ভব হলো? আইন প্রয়োগকারী সংস্থা দেশের সন্ত্রাসপ্রবণ এলাকাকে

প্রথমে চিহ্নিত করে, তারপর ঐ সমস্ত জায়গায় কার্ফ্যু দিয়ে প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে ব্যালট বাক্সের মতো বাক্স নিয়ে ঐ এলাকার সন্ত্রাসীর নাম গোপনে জমা দিতে বলে। তারপর জনগণের রায়ে চিহ্নিত সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করে সংক্ষিপ্ত আদালতে দ্রুত বিচার করে কঠোর শাস্তি বা সাজা দেয়া হয়।

ডা. ম. মুনীর
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ

কেনো এমন হলো

গত বছর বর্তমান পৃথিবীর সুপার পাওয়ারের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ফাঁকি দিয়ে চার-চারটি বিমান ছিনতাই করা হয়েছিল। আর ছিনতাই করা যাত্রীবাহী বিমানের আঘাত ও অগ্নিকান্ডের ফলে টুইন টাওয়ার ধ্বংস হয়। কি করে এমন কাজ সম্ভব হলো এ প্রশ্নের জবাবে বিশেষজ্ঞরা আজ নানা কথা বলছেন। কিন্তু কেন এই হামলা এবং কিভাবে এটা সম্ভব হয়েছে তা কিন্তু রহস্যের বেড়াজালে জড়িয়ে আছে। দাবি করা হয়েছে, মুসলমানরা টুইন-টাওয়ার ধ্বংস করেছে। লাদেনকে তারা ধ্বংস করেছে বলে দাবি করেছে। কিন্তু কেন, কি কারণে, কিভাবে টুইন টাওয়ারে হামলা হলো, সে রহস্য আজও উদ্‌ঘাটিত হয়নি।

সৈয়দ বজলুল করিম
পিলখানা ঢাকা

দূষণমুক্ত বাংলাদেশ

রাজধানী ঢাকা থেকে থ্রিহুইলার গাড়ি তুলে দেওয়া হয়েছে, তবে ৫০০০ গাড়ি ছাড়া। ঢাকা শহরের রাস্তা কিছুটা হলেও যানজটমুক্ত, কালো ধোঁয়ামুক্ত। আমরা ঢাকাবাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছি। বাতাসে মিথেন গ্যাসের পরিমাণ কমে এসেছে। এক কথায় আমরা এখন সুস্থ পরিবেশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। তবে বেরসিকের মতো রিকশার যখন-তখন দখলদারি অস্বস্তি সৃষ্টি করছে। ইদানী রিকশার পরিমাণও বেড়ে গেছে। অবশ্য সরকার এ ব্যাপারেও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। লাইসেন্সকৃত রিকশা ছাড়া বাকি রিকশা তুলে দেবেন। কিন্তু আমার প্রসঙ্গ রিকশা নয়। আমার কথা হলো, সরকার যে ঢাকা শহর থেকে লাখ লাখ বেবিট্যাক্সি তুলে দিয়েছেন এগুলো কোথায় গেলো? নিন্দুকেরা বলে, রাজধানীর বেবিট্যাক্সি এখন গ্রামাঞ্চলের রাস্তা দখল করে নিয়েছে। তাহলে আমার প্রশ্ন হলো- সরকার রাজধানীর সমস্যা কি গ্রামের দিকে ঠেলে দিয়েছে? নাকি মালিক শ্রেণী তাদের যানবাহনের সদ্ব্যবহার করেছে? যদি তাই হয়, তাহলে দেশ আর দূষণমুক্ত হলো কই?

ডা. মোস্তফা আব্দুর রহিম
মিরপুর, ঢাকা

হরলিক্স-সাপ্তাহিক ২০০০
কুইজ প্রতিযোগিতা

বিস্তারিত জানতে ৩৮ ও ৩৯ পৃষ্ঠায় দেখুন

- আপনি কি একজন স্মার্ট মা?
- আপনার সন্তান কি জিনিয়াস?

জিতে নিন ফ্রিজ, কালার টিভি, ঢাকা-কলকাতা-ঢাকা বিমান টিকেট এবং আরো আকর্ষণীয় পুরস্কার

অবহেলার চিত্র

বাংলাদেশ যদি তৃতীয় বিশ্বের একটি দরিদ্রতম দেশ হয় তাহলে আমরা বগুড়া জেলায় বসবাসকারী জনসাধারণ এই তৃতীয় শ্রেণীর দরিদ্রতম দেশের, উন্নয়নের ধারাবাহিক স্কেলের, একেবারে নিচের দিকের লিস্টেও চতুর্থ শ্রেণীর হতভাগা জনগণ। ছাগলের তিন নম্বর বাচ্চা যেমন অবহেলিত, বগুড়াবাসীর দশাও ঠিক তাই। উন্নতির কথা না হয় পড়েই থাকল। আপনারা অনেকেই হয়ত আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের যতটুকু উন্নতি হয়েছে তার সিংহভাগই হয়েছে সামরিক বা স্বৈরশাসন যাই বলি না কেন সেই সময়ে। আর গণতান্ত্রিক পর্যায়ে দেশের সার্বিক উন্নতি হয়েছে শুধু মুখের বুলিতে বাতাসে শব্দের ঢেউ তুলে ঠাঁই পাবার আশায় শূন্যে ভেসে বেড়িয়ে। এই সময়ে দেশের উন্নতির জন্য বৈদেশিক সাহায্য এসেছে; আবার তার সঙ্গে সঙ্গে বৈদেশিক ঋণও হয়েছে প্রচুর। কিন্তু দেশের উন্নতির নামে লবডঙ্কা বাজিয়ে জনগণের ভোটে ক্ষমতায় গিয়ে সেসব লুটেপুটে খেয়েছে এবং খাচ্ছে ক্ষমতালোভী অর্থলোভী কিছু ক্ষুধার্ত। আর দেশবাসী শুধু তাকিয়ে দেখেছে সেসব এবং এখনও দেখছে। দেখছে বগুড়াবাসীও।

মোঃ রাজ্জাকুল হায়দার আলো
স.আ.হক বিশ্ব. কলেজ বগুড়া

ফোরাম ২০০০-এ চিঠি ১২৫ শব্দের উপর না হওয়াই ভালো। চিঠি পাঠাবার ঠিকানাঃ **ফোরাম, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০**

ফাঁসির আদেশ

কিছুদিন আগে ফরিদপুরের নারী ও শিশু নির্যাতন বিশেষ আদালত এক রায়ে পাঁচ জন ধর্ষকদের ফাঁসির আদেশ দিয়েছেন। এই পাঁচ ব্যক্তি ধর্ষণ শেষে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত। অন্যদিকে পিরোজপুরের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ আদালতও এক ধর্ষণ মামলার রায়ে এক যুবকের ফাঁসির আদেশ দিয়েছেন। ধর্ষক ও নারী নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ শাস্তিস্বরূপ এ দুটি রায়কে আমরা স্বাগত জানাই এবং আপিলেও যেন এই রায় বহাল থাকে আমরা তার দাবি জানাই। আমাদের সমাজে ধর্ষণ এমনই এক অভিশাপ যে, ধর্ষিতা নারী নিরপরাধ হয়েও লজ্জায় সমাজে মুখ দেখাতে ভয় পায়। এজন্য অনেক ক্ষেত্রে তাদের আত্মহননের পথও বেছে নিতে হয়। যারা বেঁচে থাকে তারাও আর বাকি জীবন সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর সাহস পায় না। ধর্ষণ একটি চরম ঘৃণ্য অপরাধ কিন্তু অনেকে লজ্জা আর ভয়ে ধর্ষকদের বিরুদ্ধে মামলা করা থেকেও বিরত থাকে। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্ষকদের কোনো কঠোর শাস্তি হয় না। এভাবেই সমাজে এই অপরাধ প্রবণতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। অতএব, মামলা প্রক্রিয়াকে আরও সহজ ও সংক্ষিপ্ত করার জন্য আমরা মাননীয় বিচারকের কাছে আকুল আবেদন করছি।

রিপালী খন্দকার কাজল, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা

সরাসরি এবার আসছেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী আফসানা মিমি

০১৭৪০৫০১০ ০১৭৪০৫০২০ ৯৩৫০৯৫১-৩